بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২-০৩/০১ রবিবার, ০১ রবিউল আউয়াল, ১৪৪২ হিজরী ১৮/১০/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল হাসিনা সরকার আমেরিকার ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিতে বাংলাদেশকে রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়ে উম্মাহ্'র সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে

তিন-দিনের ভারত সফর শেষে মার্কিন উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্টিফেন ই. বিগান-এর বাংলাদেশে আগমনের বিষয়টি এদেশের জনগণের জন্য নিঃসন্দেহে একটি অশনিসঙ্কেত। একটি স্বাধীন, উন্মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক, ও নিরাপদ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের "অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি" এগিয়ে নেয়ার নামে বিগান প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সরকারকে যে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে সেটা হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিতে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ চায়। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বি.আর.আই)-এর প্রেক্ষাপটে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নেতৃত্ব অক্ষুন্ন রাখতে এবং এই অঞ্চলে তার ভূ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে বাংলাদেশকে "ব্যবহার" করার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে এবং এটিকে ভারতের পূর্বমুখী নীতিকে ঘিরে আবর্তিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলা এবং আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে ভারতকে আরও শক্তিশালী করতে চায়। 'ভারতের সাথে বৃহৎ অংশীদারিত্বকে' কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনটি এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে যে, এই ঔপনিবেশিক ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণে বাংলাদেশকে কিভাবে ব্যবহার করা হবে: *"দক্ষিণ এশিয়ায় আমরা আমাদের প্রধান প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব কার্যকরে ভারতের সাথে কাজ করছি, এবং এর পাশাপাশি শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, বাংলাদেশ ও নেপালের সঙ্গে আমাদের উদীয়মান অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি" (প্রতিরক্ষা বিভাগ, ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি রিপোর্ট, ২০১৯)*। গত মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক উপ-সহকারী সচিব লরা স্টোন এবং ঢাকাস্থ মার্কিন মিশনের উপ-প্রধান জোঅ্যান ওয়াগনার একটি অনলাইন ব্রিফিংয়ে বলে, আমেরিকা বাংলাদেশের সাথে 'অংশীদারিত্ব' অব্যাহত রাখবে, কারণ দেশটি কৌশলগত অবস্থানের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিতে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে *(ঢাকা ট্রিবিউন, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২০)*।

যখন এটা স্পষ্ট যে, যুক্তরাষ্ট্র-চীন সংঘাতে বাংলাদেশকে কেবল একটি ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হবে, অথচ তা সত্ত্বেও মেরুদণ্ডহীন হাসিনা সরকার বাংলাদেশের কৌশলগত বঙ্গোপসাগরে মার্কিনীদের শক্তিশালী অবস্থান নিশ্চিত করতে তাদেরকে পর্যাপ্ত সুযোগ করে দিচ্ছে। যৌথ সামরিক মহড়ায় (CARAT) অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনীদের সমুদ্র-কেন্দ্রিক লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতা করা ছাড়াও এখন এই বিশ্বাসঘাতক সরকার মার্কিন কোম্পানিগুলোকে বাংলাদেশের অফ-শোর ব্লকগুলিতে মূল্যবান খনিজ অনুসন্ধানের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আমরা এখন প্রত্যক্ষ করছি, হাসিনা সরকারের উপদেষ্টামন্ডলী এবং মার্কিনপন্থী স্বার্থান্বেষী ও বুদ্ধিজীবীগণ ইতিমধ্যেই আমেরিকার এই পদক্ষেপের পক্ষে জনমত তৈরিতে শুরু করে দিয়েছে। তারা বঙ্গোপসাগরে সমুদ্র-কেন্দ্রিক 'অর্থনৈতিক সুবিধা' লাভের উদ্দেশ্যে আমেরিকার ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলগত উদ্যোগের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। কেবলমাত্র বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন দিকের উপর গুরুত্বারোপ করে তারা প্রকৃতপক্ষে উম্মাহ্'র সার্বভৌমত্বের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই কৌশলগত উদ্যোগ যে হুমকি বয়ে আনবে তা আড়াল করার ক্ষতিকর এজেন্ডা বাস্তবায়নের অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে *("বঙ্গোপসাগরের সুবিধা নেয়ার জন্য সমুদ্র তীরবর্তী দেশগুলির সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করুন: বিশেষজ্ঞবৃন্দ", দি ডেইলি স্টার, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২০)*। বাংলাদেশের জনগণের উচিত বিক্রি হয়ে যাওয়া এইসব বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীদেরকে প্রত্যাখ্যান করা, কারণ না তারা পারে পশ্চিমা আধিপত্যবিহীন একটি বিশ্ব কল্পনা করতে, কিংবা না তাদের আছে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার কোন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই বিশ্বাসঘাতক ও ঘৃণ্য দালালগোষ্ঠী সর্বদাই চায় যেন উম্মাহ্ এসব কাফির-মুশরিক রাষ্ট্রসমূহের দাস হিসেবে জীবন অতিবাহিত করুক।

হে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারগণ! এই দালাল শাসকগোষ্ঠী আপনাদেরকে কাফির-মুশরিক রাষ্ট্রসমূহের ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে ব্যবহার করা থেকে বিরত হবে না। উম্মাহ্'র সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করার এই পরিকল্পনার অংশ

হওয়া একটি গুরুতর গুনাহ্। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আপনারা আপনাদের দুনিয়া ও আখিরাতকে ধ্বংস করবেন না: **"এবং কিছুতেই আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য মু'মিনদের উপর কর্তৃত্বের কোন পথ রাখবেন না"** [সূরা নিসা: ১৪১]। তাই অনতিবিলম্বে আপনারা এই দালাল শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করুন এবং নবুয়্যতের আদলে দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্ প্রতিষ্ঠার জন্য **হিযবুত তাহ্রীর** -কে নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ্ আজ্জা ওয়া জ্বাল-কে সমর্থন করুন। **হিযবুত তাহ্রীর** হচ্ছে একমাত্র দল, যার রয়েছে সেই দূরদৃষ্টি ও সক্ষমতা যার দ্বারা তারা আল্লাহ্'র অনুগ্রহে সাহসের সাথে উম্মাহ্'র সঠিক তত্ত্বাবধান করতে এবং আমাদের ভূখন্ড থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম। **হিযবুত তাহ্রীর** আপনাদেরকে এবং উম্মাহ্-কে সাম্রাজ্যবাদীদের ভূ-রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেবে না, বরং কাফির-মুশরিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাবে। বিজয়ের সুসংবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে **হিযবুত তাহ্রীর** আপনাদেরকে বিজয়ের বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান করছে, যে সুসংবাদসমূহ এমন এক সময়ে নাযিল হয়েছিল যখন মক্কার মুসলিমগণ রাজনৈতিকভাবে দুর্বল ছিল এবং কাফির-মুশরিকরা তাদেরকে এই বলে উপহাস করত যে কিভাবে কিছু মুষ্টিমেয় বেদুঈন সেই সময়ের পরাশক্তিদেরকে (রোম ও পারস্য) পরাজিত করতে পারে?! কিন্তু পরিশেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'র ওয়াদাই সত্য প্রমাণিত হয়। এবং বিজয়ের এই সুসংবাদ রাসূলগণের পাশাপাশি মু'মিনদের জন্যও বহাল রয়েছে, নিম্নোক্ত আয়াতে যা সুস্পষ্ট:

*** اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ***

"নিশ্চয়ই আমি সাহায্য করব রাসূলগণকে এবং মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং সাক্ষীদের দন্ডায়মান হওয়ার দিবসে।"
[সূরা গাফির: ৫১]

হিযবুত তাহ্রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ